

স্বামীজী-সুহৃদ মতিলাল বসু ও বাঙালির সার্কাস

রাজর্ষি ঘোষ

“মতিবাবু স্বামীজীকে সম্বোধন করিয়া অতি দীন স্বরে বলিলেন, ‘ভাই তোমায় এখন কি বলে ডাকব?’ স্বামীজী অতিশয় স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, ‘হাঁ রে মতি, তুই কি পাগল হয়েছিস নাকি? আমি কি হয়েছি? আমিও সেই নরেন, আর তুইও সেই মতি।’”

১৮৯৭ সালে লাহোরে এসে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা বাল্যবন্ধু মতিলাল বসুর। মতিবাবুর কৈশোরের বন্ধু নরেন্দ্রনাথ দত্ত তখন বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ। এমন বন্ধুকে নাম ধরে ডাকতে মতিবাবুর সংকোচ অত্যন্ত সংগত। কিন্তু সে-সংকোচের প্রাচীর এক লহমায় ভেঙে দিয়েছেন বীর সন্ন্যাসী। হৃদয়-উৎসারিত ভালবাসায় বলেছেন, “আমিও সেই নরেন, তুইও সেই মতি।”

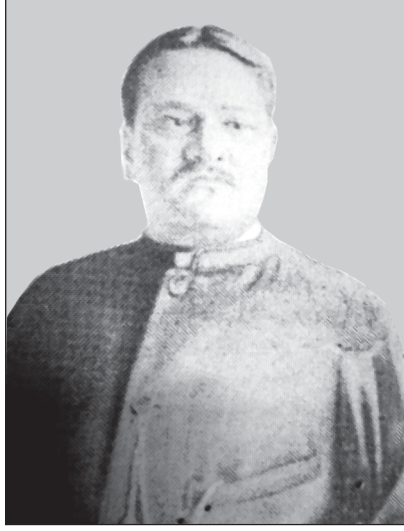
উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডের এক মহান যোদ্ধা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। দেশের মানুষকে জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত করতে ‘হিন্দুমেলা’ পত্ৰ, ‘ন্যাশনাল পেপার’ পত্রিকার প্রচলন, ‘ন্যাশনাল সোসাইটি’ গঠন প্রভৃতি নানা কর্মকাণ্ডের তিনি ছিলেন হোতা।^১ দেশের তরুণদের উন্নত স্বাস্থ্য তৈরির উদ্দেশ্যে তিনি ব্যায়ামের আখড়াও প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সব প্রতিষ্ঠানের নামের আগে ‘ন্যাশনাল’ শব্দটি ব্যবহার করতে তিনি

ভালবাসতেন, তাই দেশের মানুষের কাছে তিনি ‘ন্যাশনাল নবগোপাল’ নামে পরিচিত হন। এই নবগোপাল মিত্র পরবর্তী কালে একটি সার্কাসের দল গড়েন যা ছিল বাঙালির সর্বপ্রথম সার্কাস। স্বভাবতই তাঁর সার্কাস দলের নাম ছিল ‘ন্যাশনাল সার্কাস’। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ : “কতকগুলো ‘মড়া-খেগো’ ঘোড়া লইয়া, নবগোপাল বাবুই সর্বপ্রথম বাঙালির সার্কাসের সূত্রপাত করেন।”

নবগোপাল মিত্রের পর কলকাতার ব্যায়ামচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা নেন গৌরহরি মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর ছাত্র প্রিয়নাথ বসু।^২ প্রিয়নাথ বসু কলকাতার সিমলায় একটি ব্যায়ামের আখড়া স্থাপন করেন। এই আখড়াতেই নরেন্দ্রনাথ কিছুদিন ব্যায়ামাভ্যাস করেছিলেন।^৩ সম্ভবত এখানেই মতিলাল বসুর সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। উক্ত প্রিয়নাথ বসুই ‘Professor Bose’s Great Bengal Circus’ নামে একটি সার্কাসের দল গঠন করেন^৪ যা পরবর্তী কালে দেশজোড়া খ্যাতি পায়।

প্রিয়নাথ বসুর মধ্যমাগ্রজ ছিলেন মতিলাল বসু।^৫ তাঁর জন্ম দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার হরিনাভিতে। তাঁরই উৎসাহে হরিকুমার চক্রবর্তী, সাতকড়ি ব্যানার্জি, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম এন রায়) প্রমুখ

যুবকবৃন্দ চিংড়িপোতা স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলেন। সেখানে তিনি কুস্তি ও প্রতিরোধাত্মক ব্যায়াম শিক্ষা পরিচালনা করতেন। এই আখড়ার অনেকেই বিপ্লবাত্মক কার্যে লিপ্ত হয়ে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হয়েছেন।^{১৮} মতিলাল সাহিত্য ও সংগীতপ্রিয় ছিলেন। ‘চারিত্রিক’ নামে একটি উপন্যাস রচনা করে এবং ‘গান ও গল্প’ নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করে তিনি বেশ সুনাম অর্জন



মতিলাল বসু

করেন। প্রিয়নাথ বসুর সার্কাসের দলে যোগ দেন মতিলাল এবং একসময় টাকা দিয়ে দলটিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান। তাঁদের সার্কাস দল ১৯০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য শহরে ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। ১৮৯৭ সালে এই সার্কাসের দল যখন লাহোরে যায় স্বামীজী তখন সেখানে। সেখানেই স্বামীজীর সঙ্গে মতিলাল বসুর উপরিউক্ত ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ঘটে। মতিলালের এ-হেন কর্মোদ্যোগে স্বামীজী অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেছিলেন, “Mati was doing greater work than perhaps any Bengalee worker in setting an example in organisation and proving Bengalee nerve and pluck which was more effective than articles and lectures.”^{১৯}

১৯১০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৪৩ বছর বয়সে প্রয়াত হন মতিলাল বসু।^{২০} ❧

উৎসসূত্র

১। প্রমথনাথ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ (উদ্বোধন

কার্যালয় : কলকাতা, ১৩৭৬),
ভাগ ২, পৃঃ ৫৪

২। প্রধান সম্পাদক :
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সংসদ
বাঙালি চরিতাভিধান (সাহিত্য
সংসদ : কলকাতা, ২০১০),
পৃঃ ৩৩৪

৩। সম্পাদক : প্রশান্ত
কুমার পাল, বসন্তকুমার
চট্টোপাধ্যায় প্রণীত,
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি
(সুবর্ণরেখা : কলকাতা,
১৪১৯), পৃঃ ৪৩

৪। অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু,
বাস্তালীর সার্কাস (গাঙ্‌চিল :

কলকাতা, ২০১৩), পৃঃ ৪৯

৫। তদেব, পৃঃ ৫২

৬। তদেব, পৃঃ ৬৩

“একবার আলিপুর পশুশালায় ‘ফ্যান্সিফেট’ (Fancy Fete) বা তদ্রূপ কোন এক উৎসব উপলক্ষে তথায় প্রিয়নাথের অধ্যক্ষতায় এক ব্যায়াম-প্রদর্শন ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। শুনিয়েছি, তথায় তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফ্রিগ খেলা দেখিতে আসেন; তিনি খেলাড়িদিগের ব্যায়াম-নৈপুণ্যে এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি নাকি ক্রীড়াশেষে ‘Who is the Professor?’ এই কথা বলিয়া ব্যায়ামাচার্যের সহিত পরিচিত হইতে চাহেন ও প্রিয়নাথ নিকটে আসিলে তাঁহাকে ‘Professor Bose’ অর্থাৎ ‘ব্যায়ামাচার্য্য বসু’ বলিয়া সম্বোধন করেন। তদবধি প্রিয়নাথ সকলের নিকট ‘প্রোফেসর বসু’ নামে পরিচিত হইতে থাকেন।” [বাস্তালীর সার্কাস, পৃঃ ৬০]

৭। বাস্তালীর সার্কাস, পৃঃ ৭৪

৮। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, খণ্ড ১, পৃঃ ৫৩৬-৩৭

৯। বাস্তালীর সার্কাস, পৃঃ ২৭৯

১০। তদেব, পৃঃ ২২২